বাংলা মৌলিক কাব্য সংকলন

কাব্যসমগ্র

২৮টি জীবনমুখী ও সামাজিক কবিতার সংকলন

❖ ❖ ❖

গ্রন্থনায় ও রচনায়

মোহাম্মদ আনিসুর রহমান

এমএসএস, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

উৎসর্গ

“যাঁরা জীবনের প্রতিটি চড়াই-উতরাই ও কঠিন সংগ্রামে
ধৈর্য, মানবতা, সততা এবং আত্মশুদ্ধির পথ বেছে নিয়েছেন—
সেই সকল অদম্য ও শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষের চরণে এই কাব্যগ্রন্থ নিবেদিত।”

লেখকের কথা

কবিতা হলো মানুষের অন্তরের নীরব আর্তনাদ, অনুভূতির অনুরণন এবং জীবনের বাস্তব রূপরেখা। দৈনন্দিন জীবনের নানা টানাপোড়েন, সংগ্রাম, আশার আলো, মানবীয় সম্পর্ক ও আত্মানুসন্ধানের উপলব্ধি থেকেই এই সংকলনের কবিতাগুলোর সৃষ্টি।

'জীবনের চাকা' থেকে শুরু করে 'নিঃশব্দতার ভাষা', 'দহন শেষে দীপ্তি' কিংবা সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটের নানা বিষয় এই ২৮টি কবিতায় ছন্দবদ্ধ করা হয়েছে। আশা করি, প্রতিটি কবিতা পাঠকের হৃদয়ে ইতিবাচক ভাবনা ও জীবনের পথচলায় নতুন প্রেরণা জোগাবে।

— মোহাম্মদ আনিসুর রহমান

এমএসএস, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

কবিতা সংকলন সূচি

কবিতা ১

জীবনের চাকা

দুই চাকার এই ছোট্ট যানে পথ চলা শুরু,
সামনে তাকাই, দুরুদুরু বুকে কাঁপছে কপালে ভুরু।

থেমে গেলেই পতন নিশ্চিত, চুইয়ে পড়ে ঘাম,
এগিয়ে যাওয়াই জীবনের লক্ষ্য, গতির অপর নাম।

ভারসাম্য? সে তো এক অদ্ভুত খেলার মতো জানি,
বসে থাকলেই টলে যায় মন, হারায় সব হাতছানি।

পেডেল মারো শ্রমে আর ঘামে, আগাও অজানায়,
স্থির থেকো না মোটেও তুমি অলস আঙিনায়।

উতরাই আছে, চড়াই আছে, আছে পথের বাঁক,
ক্লান্ত চাকা শুষে নেয় ধুলো, দেয় যে নতুন ডাক।

পড়ে যাওয়ার ভয় যদি নাড়ো গতির হাল,
টলে যাবে আজ তোমার গড়া আগামীর সব ঢাল।

ব্যালেন্স কেবল গতির মাঝেই, চলো দু'হাত ছেড়ে,
সময় যেন তোমার ছন্দ নিতে না পারে কেড়ে।

সামনে চলো, দৃষ্টি রাখো দিগন্তের ওই পার,
এগিয়ে গেলেই সমীকরণ মিলবে জীবনের বারবার।

কবিতা ২

দহন শেষে দীপ্তি

আকাশ পানে তাকিয়ে যারা খোঁজে শুধুই আলো,
তারা কি জানে পুড়তে কেমন বাসতে হয় গো ভালো?

সূর্য তো নয় কেবলই এক সোনার থালার মতো,
বুকে তাহার লুকিয়ে আছে জ্বলন অবিরত।

যদি তুমিও চাও হতে আলোর মতো উজ্জ্বল,
তবে কেন চোখের কোণে জমছে ভয়ের জল?

দীপ্তি পেতে চাইলে আগে দহন সইতে শেখো,
কঠিন পথে নিজের পায়ের চিহ্ন এঁকে রেখো।

ছাইভস্মের মাঝেই থাকে নতুন প্রাণের আশা,
অগ্নিশিখাই শেখাবে তোমায় জয়ের ভালোবাসা।

পুড়বে যখন লোহা যেমন হয় যে তবেই খাঁটি,
পুড়ে পুড়ে সোনা হতে ছাড়তে হবেই মাটি।

আলোর শিখা তারাই জ্বালায়, জ্বলতে জানে যারা,
সূর্য হয়ে উঠবে তুমিও, চমকে যাবে তারা।

কবিতা ৩

নিঃশব্দতার ভাষা

চুপ থাকা মানেই কি তবে পাতিয়ে নেওয়া সায়?
নাকি বুকের ভেতর তুষের আগুন ভীষণ অসহায়?

সব নীরবতা সম্মতির রঙ মাখে না আদপে,
কিছু নীরবতা যুদ্ধ ঘোষণা করে গভীর সন্তাপে।

কখনো ওটা পাহাড় সমান জমানো এক অভিমান,
অশ্রু লুকানো দু'চোখে যেন বিসর্জনের গান।

শব্দ যেখানে ব্যর্থ ভীষণ, বাক্য যেখানে ভার,
চুপ থাকাটাই সেখানে তখন শ্রেষ্ঠ অলংকার।

হয়তো ওটা চরম অবজ্ঞা, নয়তো ভীষণ ক্লান্তি,
ব্যর্থ তর্কে ইতি টেনে খুঁজে নেওয়া এক শান্তি।

মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়ার ব্যবধানটুকু মেপে,
নিঃশব্দরাই কথা বলে যায় সহস্রবার কেঁপে।

তাই চুপ থাকা মানে হার মেনে নেওয়া নয় সবটুকু ঠাঁই,
কিছু নীরবতা মানে— আমার আর কিছু বলার নাই।

কবিতা ৪

ফলের বাহারে সুস্থ দেহ

আম খেলে ভাই শক্তি বাড়ে, পুষ্টিতে টইটম্বুর,
জাম খেলে হয় রক্ত পরিষ্কার, রোগ হবে সব দূর।

কাঁঠাল দিলে আঁশ ও বল, হাড় হবে মজবুত,
লিচু খেলে পিপাসা মেটে, দেহ হয় ফুরফুত।

পেয়ারাতে আছে ভিটামিন সি, দাঁত করে খুব শক্ত,
কলা খেলে পটাশিয়াম পায়, হৃদয় হয় অনুরক্ত।

আপেল খেলে ডাক্তার দূরে, বুদ্ধি হবে প্রখর,
কমলালেবুতে রোগ প্রতিরোধ, বাড়ে দেহের জোর।

আনারস দিলে হজম ভালো, কৃমি যাবে ভাগে,
পেঁপে খেলে পেট থাকে সাফ, শান্তি মনে জাগে।

ডালিম খেলে রক্ত বাড়ে, গাল হবে লাল টুকটুক,
আঙুর খেলে কিডনি ভালো, দূর হবে সব অসুখ।

তরমুজ মেটায় জলের অভাব, শরীর রাখে ঠান্ডা,
মাল্টা খেলে ভাইরাস হারায়, হবে না কেউ পান্ডা।

নারকেল দিলে তৈলাক্ত ত্বক, হাড়ের বাড়ে ধার,
কামরাঙাতে রুচি বাড়ে, নেই তো কোনো ভার।

বেল খেলে ভাই কোষ্ঠকাঠিন্য নিমেষেই হয় শেষ,
আতাফলে রক্তচাপ কমে, শরীর থাকে বেশ।

বড়ই খেলে নিদ্রা আসে, মনটা হবে চনমন,
ড্রাগন ফল দেয় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, দীর্ঘায়ু হয় জীবন।

কবিতা ৫

একতার হাত (ফ্রেন্ডস ওয়েলফেয়ার)

বন্ধুর হাতে হাত রেখে আজ শপথ নিলাম সবে,
সেবার আলোয় সিক্ত হবে মোদের এই পৃথিবী তবে।

ফ্রেন্ডস ওয়েলফেয়ার মোদের নাম, একতার এক গান,
অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফেরানোই মোদের প্রাণ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে গড়ি আগামীর এক পথ,
ভবিষ্যতের এই তহবিলে সাফল্যের জয়রথ।

আজকের ত্যাগ কালকের সুখ, বুনছি স্বপ্নের বীজ,
সদস্য মোরা ভাই ভাই সব, নেই কোনো ভেদাভেদ কিচ্ছুটি।

পথহারা পথিক পাবে আশ্রয়, অভুক্ত পাবে অন্ন,
আমাদের এই ছোট প্রয়াসে হবে সমাজটা ধন্য।

উদ্যম মনে চলো এগিয়ে, নেই কোনো পিছুটান,
মানবতার সেবায় সঁপে দেব মোদের এই সম্মান।

হতাশা ঝেড়ে জাগো রে নবীন, আশার প্রদীপ জ্বেলে,
বিজয় আসবেই আমাদের ঘরে, যদি চলি একতা মেলে।

ফ্রেন্ডস ওয়েলফেয়ার কো-অপারেশনে শুধু নাম নয়,
এ এক সাহস, এক আশ্রয়, এক চিরন্তন জয়।

কবিতা ৬

বউয়ের মধুর যন্ত্রণা

সকালবেলা ঘুমের ঘোরে মিষ্টি ডাকের ঘানি,
“উঠো এবার বাজার যাও”— আদেশ অকাট্য জানি।

চায়ে কেন চিনি কম? নুন কেন আজ বেশি?
তর্ক করে লাভ নেই কোনো, হার মানাই যে খুশি।

অফিস থেকে ফিরলে পরে প্রশ্নের এক ঝুড়ি,
“ব্যাগটা কেন ওখানটায়? শরীর কি খুব বুড়ি?”

বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিলে ফোন আসে বারংবার,
“দেরি কেন হচ্ছে এত? ঘরের কি নেই দরকার?”

শপিং মলে ঘুরলে পরে পকেট হয় যে খালি,
তাও হাসিমুখে সইতে হয় সব মিছে গালাগালি।

ঠোঁট ফুলিয়ে যখন সে রয় অভিমানে চুপ,
তখনই বুঝি এই যন্ত্রণাই সংসারের আসল রূপ।

বকাঝকা আর হুকুমদারি, বাইরে মেঘের ডাক,
তার হাসিতেই ঘরটা আমার স্বস্তি ফিরে পাক।

যন্ত্রণাতেও সুখ আছে ভাই, যদি থাকে সে পাশে,
বউয়ের শাসন ধন্য করে দিনটি অবশেষে।

কবিতা ৭

সুন্দর জীবনের ২০টি অভ্যাস

ভোরে উঠে প্রার্থনা করি, দিনটি হবে ভালো,
সূর্যোদয় দেখার মাঝে মনে ছড়ায় আলো।

ব্যায়াম করলে শরীর সতেজ, মেদ হবে সব দূর,
পরিমিত আহার খেলে বাঁচবে আজন্মকাল ভর।

সকাল সকাল গোসল সারা, শরীর থাকে পরিষ্কার,
দাঁত মাজা আর নখ কাটাতে নেই কোনো অলসতার।

মিষ্টি কথায় পর আপন হয়, হাসি রাখো মুখে,
সত্য কথা বললে সদাই থাকবে পরম সুখে।

বই পড়ার অভ্যাসেতে জ্ঞান বাড়ে যে কত,
পরোপকার করো তুমি সাধ্য আছে যত।

বড়দের সম্মান করো, ছোটদের স্নেহ,
পরিবেশটা পরিষ্কার রাখো, জানবে না কেউ জেহ।

সময়ের কাজ সময়ে করো, দিও না তো ফাঁকি,
গাছ লাগিয়ে ধরিত্রীকে বাঁচিয়ে মোরা রাখি।

ডায়েরি লেখায় স্মৃতি থাকে, হিসাব হবে সাফ,
অসংযত ক্রোধ ত্যাজলে কমবে মনের চাপ।

পরনিন্দা ত্যাগ করো ভাই, ধৈর্য ধরো কাজে,
অল্পে তুষ্ট থাকো যদি— শান্তি রবে মাঝে।

এই বিশটি গুণের চর্চায় জীবন হবে ধন্য,
সুস্থ সমাজ গড়তে চলো, হই মোরা অনন্য।

কবিতা ৮

ভালোবাসা মানে

মুখের কথায় বসন্ত আসে, মায়া বাড়ে অনুরাগে,
মিষ্টি বচনে হৃদয়ের কোণে গভীর স্বপন জাগে।

কিন্তু যখন আকাশটা কালো, দুর্যোগ আসে দ্বারে,
মুখের বুলি কি তখন এসে আঁধার মুছতে পারে?

ভালোবাসা মানে ঠোঁটের আগায় জমানো শব্দ নয়,
ভালোবাসা মানে বিপদের দিনে জয়ের সুনিশ্চয়।

হাজার কথার ভিড়ে যদি না থাকে বিশ্বস্ত হাত,
তবে সেই টানে অর্থ কোথায়? সবটুকুই নিছক বাত।

প্রয়োজনে যে ছায়ার মতো আগলে রাখে বুক,
ব্যথাটুকু ভাগ করে নিয়ে যে দেয় আসল সুখ—

সেই তো আপন, সেই তো প্রেম, সেই তো পরম পাওয়া,
বাকিটা কেবল কথার পিঠে কথার ধুলো ওড়ানো।

কবিতা ৯

মহামিলনের দৃষ্টি

নিজের জয়গান গাইলে কেবল মেলে না তো প্রকৃত সুখ,
সাফল্য মানে অন্যের আয়নায় চেনা নিজের আসল মুখ।

আমি যা দেখি, আমি যা বুঝি— সেটাই কি সব ধ্রুব সত্য?
অন্যের চোখেও লুকিয়ে থাকে হয়তো নতুন কোনো মহত্ত্ব।

গোপন রহস্য নেই কিছু আর বড় হওয়ার ওই মঞ্চে,
অন্যের মমতায় গেঁথে রাখো আজ জীবনের প্রতি ভাঁজে।

তার চোখে দেখা অভাব বা জ্বালা যদি তুমি ঠিক বুঝতে পারো,
দেখবে তখন জয়ের দুয়ার খুলে গেছে আরও আরও।

নিজের জেদ আর নিজের বিচার দিয়ে কি জগৎ জেতা যায়?
সহমর্মিতা থাকলে তবেই সাফল্য এসে ধরা দেয়।

দুটো ভিন্ন মেরু এক হয়ে যদি একই লক্ষ্যে দেয় পাড়ি,
তবেই তো থামে অনর্থক জেদ আর সব রেষারেষি-আড়ি।

দৃষ্টি তোমার প্রসারিত করো অন্যের মনে দিয়ে ঠাঁই,
মানুষকে যদি বুঝতে পারো, তবেই তো বড় জয় পাই।

নিজের পাশাপাশি অপরের দায় কাঁধে নিতে শেখো যদি,
সাফল্য তবে তোমার দিকেই বয়ে আনবে জয়ের নদী।

কবিতা ১০

মানুষ মানুষের জন্য

মানুষ মানুষের জন্য, এই তো পরম সত্য,
হৃদয়ে থাকুক ভালোবাসা, নেই তো কোনো শর্ত।

ক্ষুধার্তের পাতে অন্ন বিলাও, তৃষ্ণার্তকে জল,
পরের ব্যথায় অশ্রু ঝরালে বাড়বে মনের বল।

জাতি-ধর্মের বিভেদ ভুলে হাতটি বাড়াও ভাই,
মানুষের চেয়ে বড় কিছু এই ধরণীতে নাই।

ধনী-গরিবের ব্যবধান ভেঙে বাঁধো প্রীতির ডোর,
তবেই কাটবে ধরা থেকে এই আঁধার কালো ঘোর।

মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে যদি না মানবতা জাগে,
পশুর সমান জীবন তবে রয় কলঙ্কের দাগে।

মানুষের তরে জীবন বিলাও, রাখো প্রেমের ঋণ,
অমর হয়ে রবে তুমি রবে চির অমলিন।

কবিতা ১১

মুখোশ ও মরীচিকা

সাজিয়ে গুজিয়ে ভালোবাসা বলা, সে তো শুধু লৌকিকতা,
যেখানে আড়ালে ধারালো জীভে জমে আছে তিক্ততা।

সামনে এসে মিষ্টি বচন, অন্তরে গরল বিষ,
বাইরে সাধুর রূপ ধরে ভাই ভেতরে অহর্নিশ।

মরীচিকা দেখে বিভ্রান্ত মন ছোটে মিথ্যার পিছে,
সোনার চামচ ঝলসালে কি সত্যি হয়ে যায় মিছে?

মুখোশ পরা এই ভবের নাট্যে খাঁটি মানুষ মেলা ভার,
স্বার্থ ফুরালে চেনা মুখগুলো বদলে যায় বারবার।

লোভ আর মোহের রঙিন চাদরে ঢেকেছে বিবেক আজ,
নিজের ছায়াও অচেনা লাগে, এমন দিনের কাজ।

মরীচিকা ছেড়ে সত্যের তরে যদি না বাড়াও পা,
দিনশেষে রবে শূন্য হৃদয়, খাঁ খাঁ করবে গা।

কবিতা ১২

মুখোশ ও মুখশ্রী

সামনে তোমার হাসির ছটা, কথার মধু ঝরে,
প্রশংসাতে আকাশ ছোঁয়াও, রাখো মাথায় করে।

যেই না একটু আড়াল হলে, বিষ ঢালো গোপনে,
হিংসার অনল জ্বলছে তোমার কুৎসিত এই মনে।

বাহ্যিক এই সুন্দর রূপ, মুখশ্রী চমৎকার,
ভেতরে কিন্তু লুকিয়ে আছে অন্ধ অন্ধকার।

মুখোশ দিয়ে ঢাকবে কত অন্তরের এই পাপ?
একদিন ঠিক প্রকাশ পাবে কুটিল মনের ছাপ।

মুখশ্রীর চেয়ে মনটা যদি সুন্দর হতো ভাই,
জগৎজুড়ে ছড়াতো আলো, শান্তি পেতো ঠাঁই।

কপটতার এই মুখোশ খুলে খাঁটি মানুষ হও,
সত্য ও প্রেমের আলোয় এবার শুদ্ধ হয়ে রও।

কবিতা ১৩

মেঘেরা রং বদলায়

আকাশের নীল বিষণ্ণতায় যখন জমে মেঘের ছায়া,
আমরা ভাবি নামবে শ্রাবণ, জড়াবে ধূসর মায়া।

ক্ষণিকের তরে আঁধার নামে, ঢেকে যায় রবির কর,
ক্ষণ পরেই সোনালী আলোয় ভরে ওঠে চরাচর।

মেঘেরা যেমন ক্ষণে ক্ষণে বদলায় রূপ আর রং,
মানুষের মনও তেমনি খেলে হাজার রকম ঢং।

সুখের দিনে হাসির প্লাবন, দুঃখে নয়ন ভাসে,
সময়ের সাথে রূপ বদলায় নতুন কোনো আশে।

মেঘ দেখে কেউ ভয় পেও না, আঁধার চিরস্থায়ী নয়,
মেঘ কাটলেই উঁকি দেবে ভোরের সূর্যোদয়।

জীবনের এই মেঘ-রোদ্দুরে বাঁধো ধৈর্যের নাও,
ঝড় পেরিয়ে আলোর দেশে ঠিক পৌঁছে যাবে তাও।

কবিতা ১৪

রূপান্তর

চতুর চোখের চশমা এঁটে চেয়েছি বিশ্ব জয়,
ভেবেছি বদলে দেবো সব মোর হাতের ইশারায়।

অন্যের দোষ খুঁজেই গেছি সারাটি জীবনভর,
নিজেকে ভেবেছি সাধু আর সবাইকে স্বার্থপর।

আজকে হঠাৎ আয়না দেখে চমকে গেল হিয়া,
ভুল তো ছিল আমার চোখেই, অহংকারের দিয়া।

জগৎ বদলানোর আগে তাই নিজেকে বদলাতে চাই,
নিজের মাঝের কালিমা মুছে শুদ্ধ মানুষ পাই।

ভাবনা বদলালে জগৎ বদলায়, দূর হয় সব জরা,
ভালোবাসার পরশ পেলে ফুটবে মরুতে ধরা।

ভেতরের এই রূপান্তরেই জীবনের মহিমা,
শান্তি আসে চিত্তে যখন ঘুচে যায় সংকীর্ণ সীমা।

কবিতা ১৫

শুরুর সাহস

হাজার মাইলের দীর্ঘ পথও শুরু হয় এক পা ফেলে,
অসীম আকাশ ছোঁয়া যায় ডানা মেলে দিলে মেলে।

ভয় পেয়ে যদি থমকে দাঁড়াও শুরুর মোহনায়,
সাফল্যের ওই সোনালী তীর পাবে কি অজানায়?

পাথুরে পথ, গভীর খাদ, আছে ঝড়ের গর্জন,
সাহসী নাবিক প্রতিকূল স্রোতেই করে লক্ষ্য অর্জন।

দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূরে ঠেলে নাও দৃঢ় সংকল্প,
কঠোর শ্রমে লিখে যাও জীবনের গল্প।

প্রথম পদক্ষেপটাই কঠিন, জাগাও মনের জোর,
শুরুর সাহস আনবে ডেকে নতুন আশার ভোর।

পিছিয়ে যেও না কোনো বাধার মুখে, তোলো নতুন পাল,
তোমার সাহসেই রচিত হবে আগামীর উজ্জ্বল কাল।

কবিতা ১৬

সংকল্পের কারিগর

অন্ধকার মনের কোণে যা বপন করি গোপনে,
সেটিই জীবন হয়ে ফোটে কর্মের প্রাঙ্গণে।

স্বপ্নের বীজ বুনে যেতে হয় ঘাম আর মেধা দিয়ে,
ভাগ্যের মুখ চেয়ে বসে নয়, নিজের শক্তি নিয়ে।

তুমিই তোমার ভাগ্যের কারিগর, তুমিই স্থপতি,
দৃঢ় সংকল্পে মুছে যাবে জীবনের যত দুর্গতি।

লৌহকঠিন ইচ্ছাশক্তি যদি হৃদয়ে থাকে জাগি,
পাহাড় সমান বাধাও নুয়ে পড়বে অনুরাগী।

সংকল্পহীন জীবন যেন হালবিহীন এক নাও,
সঠিক লক্ষ্যে পাল তুলে আজ তরী ভাসিয়ে দাও।

তোমার মনের সংকল্পেই জয় হবে ভবসিন্ধু,
নিজের মাঝে খুঁজে নাও শক্তির মহাসিন্ধু।

কবিতা ১৭

হৃদয়ের দর্পণ

অন্যের তপ্ত অশ্রুজল বা অমল হাসির ঢেউ,
হৃদয়ে যে আলো ও ব্যথার দোলা তোলে না তো কেউ।

হৃদয় যদি স্বচ্ছ থাকে, পরশমণির মতো,
তবেই ফুটে ওঠে সেথায় সৃষ্টির রূপ যত।

পরের সুখে হাসতে শেখা, পরের দুঃখে কাঁদা,
এই তো মানব মনের ধর্ম, নেই তো কোনো বাধা।

হিংসা দ্বেষের ধুলোবালি মুছিয়ে ফেলো আজ,
হৃদয় দর্পণ শুদ্ধ রাখাই শ্রেষ্ঠ পুণ্য কাজ।

যা দেবে তুমি এই ধরণীতে, সেটাই ফিরে পাবে,
দর্পণে যেমন নিজের প্রতিচ্ছবি ভেসে রবে।

ভালোবাসার ছবি আঁকো হৃদয়ের ওই পটে,
জগতের সব কল্যাণ তবে তোমার জীবনেই ঘটে।

কবিতা ১৮

জীবনের ক্যানভাস

অন্ধকার চাদর সরিয়ে নতুন একটি ভোরে,
হৃদয় রাঙাই রঙিন রঙে নতুন আশা ডোরে।

সাদা-কালো ক্যানভাসে আঁকি জীবনের ছবি,
কেউবা আঁকে রাতের আঁধার, কেউবা আঁকে রবি।

ভুলের তুলি মুছে দিয়ে সত্যের রং মাখাও,
মানবতার সুবাস দিয়ে ক্যানভাসটা সাজাও।

অন্যের উপকারে যে পায় মুক্তি ও আনন্দ,
তার জীবনেই বাজে সদাই সুরের মধুব ছন্দ।

জীবন তো এক ছবি আঁকার বিশাল মুক্ত মাঠ,
সৎ কর্মে সাজিয়ে নাও প্রতিদিনের পাঠ।

দিন ফুরালে ক্যানভাসে যেন ফোটে আলোর রেখা,
সবার মাঝে যেন রয় তোমার ভালোবাসা আঁকা।

কবিতা ১৯

বর্জন করি কুঅভ্যাস

অগোছালো জীবন, মিথ্যা ও অলসতার মেলা,
জীবন তরী ডুবিয়ে দেয় অবহেলার ভেলা।

দেরিতে ঘুমানো, আলসেমি আর বৃথা সময় ক্ষয়,
কুঅভ্যাসের দাসত্বে মানবতা ম্রিয়মাণ হয়।

ধূমপান আর পরচর্চা মনের বিষাক্ত কীট,
অসংযত আচরণ গড়ে ধ্বংসের ভিত।

আজই ভাঙো কুঅভ্যাসের লৌহ শৃঙ্খল,
শৃঙ্খলা আর নিয়মানুবর্তিতাই দেবে আসল বল।

সময়কে করো মূল্য দান, বজায় রাখো নীতি,
সদা সত্যে উজ্জ্বল হোক প্রতিদিনের প্রীতি।

বর্জন করো সব অশুভ, বরণ করো আলো,
জীবন তবেই হয়ে উঠবে সুন্দর ও ভালো।

কবিতা ২০

অজেয় সম্পদ

লোভের মায়ায় ছুটছে সবাই মরীচিকার পিছে,
সোনার পাহাড় গড়লেও ধন সবই যে হয় মিছে।

শান্তি তো নেই ব্যাংক ব্যালেন্সে, নেই তো অট্টালিকায়,
অশান্ত মন হাহাকার করে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়।

অল্পে তুষ্ট থাকার মাঝেই পরম রতন বাস,
সন্তুষ্ট যে হৃদয়, তার কাটে সকল ত্রাস।

চরিত্র আর জ্ঞান-মর্যাদা অজেয় এক ধন,
চোর-ডাকাত বা অগ্নিতে যা হয় না বিনাশন।

মনের শান্তি অমূল্য নিধি, ধরে রাখো তা বুকে,
লোভহীন এই সহজ জীবন ভরবে পরম সুখে।

অজেয় সম্পদের মালিক তুমি যদি সন্তুষ্ট রও,
ধনী-গরিবের মাঝে তুমিই শ্রেষ্ঠ মানুষ হও।

কবিতা ২১

অদম্য অভিযাত্রা

পাহাড়সম বাধা আসুক, আসুক যত ঝড়,
বুকের ভেতর জ্বলছে আগুন সাহসের নির্ভর।

পদদলিত করে যাবো কাঁটার যত পথ,
ছুটবে আমার বিজয়রথ, ছুটবে অবিরাম রথ।

ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সাগরে জাগাবো নতুন ঢেউ,
অদম্য এই যাত্রায় থামাতে পারবে না কেউ।

রক্তে আমার বইছে তেজ, চোখে তারার আলো,
অন্ধকারকে দূর করে বাসতে পারি ভালো।

পরাজয়ের ভয় করি না, জানি আমি পারব,
লক্ষ্যপানে দৃষ্টি রেখে স্বপ্ন আমি গড়ব।

অদম্য এই অভিযাত্রায় মিলবে বিজয়ের মালা,
ঘুচবে মনের সব গ্লানি আর ঘুচবে চোখের জ্বালা।

কবিতা ২২

অসহায়ের অধিকার

সমাজের এই পিছে পড়া মানুষগুলোর তরে,
কতটুকু মমতা আর দরদ তোমার অন্তরে?

তাদের ঘামে তৈরি প্রাসাদ, তাদের শ্রমে ধান,
অথচ তারাই বঞ্চিত আজ, পায় না তো সম্মান।

অসহায়ের পাশে দাঁড়ানো কেবল দয়া নয়,
তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া মোদের কর্তব্য হয়।

অনাহারীর মুখে অন্ন তুলে দাও হাসি মুখে,
গৃহহীনের আশ্রয় দাও শান্তির এই বুকে।

তাদের চোখে স্বপ্ন আছে, বাঁচার অধিকার,
ভেঙে দাও সব শোষণের এই অন্যায়ের প্রাচীর।

অসহায়ের কান্না যখন পৌঁছাবে স্রষ্টার দ্বারে,
তোমার পুণ্য রক্ষা পাবে কেমন করে তবে?

কবিতা ২৩

আগুনের পথে বিজয়

সহজ পথে হাঁটা তো ভাই সবাই যেতে পারে,
যে জন হাঁটে অঙ্গার পথে, বিজয় বরে তারে।

দগ্ধ হয়ে সোনা যেমন পায় যে নতুন কান্তি,
কঠিন লড়াই পেরিয়ে এলে তবেই মেলে শান্তি।

আগুনের পথ এড়িয়ে গিয়ে হয় না ইতিহাস,
সংগ্রামেই ফুটে ওঠে জয়ের নতুন আশ।

পায়ে ফোটা কাঁটার ঘায়ে কেঁদো না কোনোদিন,
রক্তাক্ত ওই প্রতিটি পদচিহ্ন হোক অমলিন।

পাহাড় চূড়ায় উড়বে নিশান আগুনের পথ পাড়ি দিয়ে,
বিশ্ব তোমায় সেলাম দেবে চরম শ্রদ্ধা নিয়ে।

জ্বলে পুড়ে হও খাঁটি ইস্পাত, ঘুচাও সকল ভয়,
আগুনের পথেই রচিত হয় চিরন্তন জয়।

কবিতা ২৪

আত্মানুসন্ধান

বাইরে খোঁজো সুখ-শান্তি, ঘোরো তীর্থে তীর্থে,
নিজের মনের খবর কি রাখো এই অবোধ বিশ্বে?

অন্তরে তোমার লুকিয়ে আছে জ্ঞানের আলোকময় খনি,
লোভ ও মোহের আবরণে শুনছো না তার ধ্বনি।

কে আমি? কেন এসেছি? শুধাও নিজের মন,
আত্মশুদ্ধির পথেই মেলে মুক্তির রতন।

পরের দোষ দেখার আগে নিজের দোষটা জানো,
ভেতরের সেই পশুটাকে সত্যের ডোরে বাঁধো।

নিজের সাথে মোলাকাত করো নিঝুম নিরিবিলি,
ঘুচে যাবে সব মোহ-মায়ার মিথ্যা রঙ্গমঞ্চের কেলি।

আত্মানুসন্ধানেই খোলে পরম সত্যের দ্বার,
নিজের মাঝে খুঁজে পাবে প্রেম ও আলোর জোয়ার।

কবিতা ২৫

আপন পথের যাত্রী

অন্যের পথ দেখে কেন বদলাও নিজের গতি?
তোমার মাঝেই লুকিয়ে আছে নিজস্ব এক জ্যোতি।

কাক কখনো হতে পারে না ময়ূরের দোসর,
নিজেকে চেনো, ফুটিয়ে তোলো তোমার আপন স্বর।

লোকের কথায় কান দিও না, চলো আপন ধ্যানে,
তোমার গন্তব্য লেখা তোমার অন্তরের গানে।

একলা চলো, যদি কেউ সাথে না বাড়ায় পা,
সত্যের পথে একলা চলাই বীরের মহিমা।

আপন কর্মে রেখে যাও তোমার অনন্য ছাপ,
পরের অনুকরণে কেবল বাড়ে অনুতাপ।

আপন পথের নির্ভীক যাত্রী হয়ে চলো এগিয়ে,
বিশ্ব দেখবে তোমার তেজ বিস্ময়ে চেয়ে।

কবিতা ২৬

উত্তরণ

পতনের গহ্বর থেকে জাগো আবার নবীন সাজে,
হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনো কাজে।

ভুল মানুষেরই হতে পারে, ভুল তো শেষ নয়,
ভুল থেকেই শিক্ষা নিয়ে মানুষ মহান হয়।

অন্ধকারের বুক চিরে যেমন জন্ম নেয় উষা,
ব্যর্থতার মেঘ সরিয়ে মিটাও বিজয়ের তৃষা।

ভেঙে পড়া মন জোড়া লাগাও নতুন সংকল্পে,
নতুন করে শুরু করো জীবনের এই গল্পে।

নিচ থেকে উপরে ওঠার নামই তো উত্তরণ,
মহৎ কাজের ব্রত নিয়ে ধন্য করো জীবন।

সীমাবদ্ধতা ভেঙে ছুঁয়ে ফেলো অনন্ত নীল ডানা,
তোমার অগ্রযাত্রায় নেই কোনো আর মানা।

কবিতা ২৭

এক লক্ষ্য ও আদর্শের জয়

লক্ষ্য যদি স্থির থাকে আর থাকে সত্যের ভিত,
পরাজয় কভু পারে না করতে আদর্শকে পরাজিত।

হাজার স্রোতের বিপরীতেও অবিচল যে রয়,
ইতিহাসে সেই মানুষেরই রচিত হয় জয়।

ভোগ নয়, ত্যাগের মাঝেই আদর্শের বিকাশ,
আদর্শবান মানুষেই জাগে জাতির নতুন আশ।

এক লক্ষ্যে এগিয়ে চলো, ভেঙো না তো পণ,
সত্য ও ন্যায়ের পতাকায় সঁপে দাও জীবন।

লোভ আর ভয়ের প্রলোভনে যে জন নাহি নড়ে,
বিশ্ববাসী চিরকাল তারেই স্মরণে ধরে।

এক লক্ষ্য ও এক আদর্শে বাঁধো জীবনখানি,
বিজয়মাল্য তোমার গলায় পরাবে বিশ্ব জানি।

কবিতা ২৮

কিসের নেশায় ফেসবুকে

দিনের শুরু মোবাইল হাতে, রাতেও স্ক্রিন জ্বলে,
লাইক কমেন্টের মোহে পড়ে জীবন ভেসে চলে।

বাস্তবতার সম্পর্কগুলো হচ্ছে মলিন ক্ষীণ,
ভার্চুয়াল এই মেকি দুনিয়ায় কাটছে সারা দিন।

কে কী খেলো, কে কোথায় গেল, শুধুই লোক দেখানো,
নিজের শান্তি বিসর্জন দিয়ে পরের পিছু ধাবানো।

কিসের নেশায় মত্ত তুমি? কিসের এত টান?
মূল্যবান এই সময়ের কেন করছো অপমান?

চোখের নিচে কালশিটে দাগ, ঘুমে হাহাকার,
স্মার্টফোনের ওই কারাগারে বন্দি পরিবার।

আজই থামাও এই আসক্তি, ফিরে এসো নীড়ে,
বাস্তব জীবনের অমল হাসিতে আপনজনকে ঘিরে।

কবি পরিচিতি ও সমাপ্তি

মোহাম্মদ আনিসুর রহমান

এমএসএস, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

মোহাম্মদ আনিসুর রহমান একজন জীবনমুখী চিন্তক, সাহিত্যপ্রেমী ও সৃজনশীল লেখক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞান অনুষদে মাস্টার্স অব সোশ্যাল সায়েন্স (এমএসএস) সম্পন্ন করা এই লেখক সমসাময়িক সমাজবাস্তবতা, মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং আত্মউন্নয়নমূলক বিষয়কে সাহিত্যের ফ্রেমে তুলে ধরতে ভালোবাসেন।

তাঁহার রচিত কবিতাগুলো কেবল ছন্দ মেলানোর প্রয়াস নয়, বরং জীবনের গভীর উপলব্ধি, নৈতিক জাগরণ এবং সম্পর্কের মূল সুরকে স্পর্শ করার এক আন্তরিক প্রচেষ্টা।

❖ শুভমস্তু ❖